ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 043 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৪৩ ● কলকাতা ● ০১ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

জীবনতলায় আইনের শাসন প্রশ্নের মুখে

নির্ভীক সম্পাদকের কণ্ঠরোধে খুনের হুমকি, জাল কাগজে জমি দখলের অভিযোগ – সিবিআই তদন্তের দাবি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা | নিজস্ব সংবাদদাতা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানা এলাকায় একের পর এক অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় মহলের দাবি, এলাকায় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে আইনশৃঙ্খলা। ভয়, প্রভাব ও সন্ত্রাসের আবহে বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠছে। এই পরিস্থিতিতেই সামনে এসেছে এক গুরুতর অভিযোগ—এক নির্ভীক সংবাদপত্র সম্পাদকের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক খুনের হুমকি, পারিবারিক সম্পত্তি দখলের চক্রান্ত এবং জাল নথি তৈরি করে জমির রেকর্ড পরিবর্তন।

অভিযোগকারী সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের দাবি, সমাজবিরোধী ভৈরব মন্ডল দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, সংবাদ প্রকাশ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় তাঁকে টার্গেট করা হয়েছে। শুধু হুমকি নয়, পরিকল্পিতভাবে তাঁকে সামাজিক ও আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত করার চেষ্টাও চলছে বলে অভিযোগ।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক অভিযোগ জমি দখল ঘিরে। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের দাবি, তাঁর জ্যাঠামশাই দুখিরাম সরদার আইনসম্মত উইল করে পৈত্রিক জমি তাঁর নামে দিয়ে গেছেন। বর্তমানে সেই জমিতেই রয়েছে তাঁর বসতবাড়ি ও পুকুর। অথচ ভুয়ো মৃত্যুসনদ ও ওয়ারিশান সার্টিফিকেট তৈরি করে জমির রেকর্ড কেটে নেওয়ার চক্রান্ত হয়েছে বলে অভিযোগ। বাসন্তী সরদার নামে এক মহিলাকে সামনে এনে তাঁকে বাড়ির ওয়ারিশ হিসেবে দেখানোরও চেষ্টা হয়েছে বলে দাবি।

প্রশ্ন উঠছে—একই ব্যক্তির মৃত্যুর ভিন্ন ভিন্ন নথি কীভাবে তৈরি হল? অভিযোগ, স্থানীয় প্রধানের সহযোগিতায় মোটা অঙ্কের আর্থিক লাভের আশায় জমি বিক্রির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কয়েকজনকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে সাক্ষী বানানোরও অভিযোগ রয়েছে।

ভৈরব মন্ডলের বিরুদ্ধে অতীতেও একাধিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি। ক্যানিং এলাকায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের খুনের ঘটনায় তাঁর নাম জড়িয়েছিল বলে এলাকায় চর্চা রয়েছে। যদিও এসব অভিযোগের বিচারিক সত্যতা আদালতেই নির্ধারিত হয়েছে বা হবে, তবুও এলাকায় আতঙ্কের আবহ স্পষ্ট।

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বক্তব্য, তিনি লিখিতভাবে জীবনতলা থানায় একাধিকবার অভিযোগ জানালেও কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি। এমনকি হাইকোর্টের নির্দেশ যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ফলে আইনি লড়াই চালাতে গিয়ে তিনি ক্রমেই চাপে পড়ছেন বলে দাবি।

এই প্রেক্ষাপটে তিনি সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। তাঁর কথায়, "আমি আইনের উপর ভরসা রাখি। কিন্তু যদি প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?"

জীবনতলার এই ঘটনাপ্রবাহ এখন বৃহত্তর প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে—সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কি নিরাপদ? জমি দখল, জালিয়াতি ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে উত্তাল এই এলাকায় নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তই পারে সত্য সামনে আনতে। প্রশাসন কি এবার নড়েচড়ে বসবে, নাকি অভিযোগের পাহাড়ের নীচেই চাপা পড়ে থাকবে ন্যায়ের দাবি—সেদিকেই তাকিয়ে গোটা এলাকা।

পর্ব 202

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এরকম আত্মা হয়ে যদি আমরা শরীরে থাকতে পারি, তবে আমরা এই শরীরের মাধ্যমে নিজের জীবনে নিজের আত্মাকে মোক্ষ-প্রাপ্তি পর্যন্ত নিশ্চয়ই পৌঁছাতে পারব। আর প্রত্যেক আত্মার অন্তিম লক্ষ্য মোক্ষ লাভ করা। **ক্রমশঃ**

ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে, মুখ্যসচিবকে জরুরি তলব নির্বাচন কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের নির্বাচন কমিশনে-র তরফে ফের তলব করা হয়েছে নন্দিনী চক্রবর্তী-কে।শুক্রবার বিকেল তিনটার মধ্যে দিল্লি-তে কমিশনের দফতরে হাজির হয়ে একাধিক নির্দেশ না মানার বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে তাকে। সূত্রের খবর, ফোন করে এই নির্দেশ জানানো হয়েছে এবং শনিবার তাঁর দিল্লি যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।প্রথমে ৫ অগাস্ট রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠানো হয়। পরে ৮ অগাস্ট আবার চিঠি দিয়ে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জবাব চাওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কমিশনকে নিজেদের অবস্থান জানায়। এর আগেও ভূতুড়ে ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগে পদক্ষেপ না নেওয়ার প্রশ্নে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল কমিশনের ফুল বেঞ্চ। এবারও একই ধরনের অভিযোগ ঘিরেই নতুন করে প্রশাসনিক চাপ তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তি সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে এই তলব। এর আগেও চার সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়ে রাজ্যের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল কমিশন। অভিযোগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজে গুরুতর গাফিলতি হয়েছিল। কমিশন ওই চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের এবং বিভাগীয় তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দু'জন নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও) এবং দু'জন সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (এইআরও) ছিলেন। পাশাপাশি এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধেও এফআইআর করার কথা বলা হয়েছিল।

সেবা তীর্থে প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত প্রথম সিদ্ধান্ত সেবা করার মানসিকতার প্রতিফলন, যা সমাজের প্রত্যেক মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সেবা তীর্থে স্থানান্তরিত হওয়ার পর শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছেন তার মধ্য দিয়ে সরকারের সেবা করার মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত যে ফাইলগুলিতে প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর করেছেন, সেগুলি কৃষক, মহিলা, যুব সম্প্রদায় এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর নাগরিকরা – অর্থাৎ, সমাজের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

১) পিএম রাহাত প্রকল্প : প্রত্যেক নাগরিকের জন্য জীবন রক্ষা করার প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রী পিএম রাহাত প্রকল্পের সূচনার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন।

এই উদ্যোগের আওতায় দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদহীন চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দেবে না, অর্থাৎ চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে কারোর প্রাণহানি হবে না।

২) লাখপতি দিদির সংখ্যা ৬ কোটি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

সরকার ২০২৭ সালের মার্চ মাসে লাখপতি দিদির সংখ্যা ৩ কোটি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল। কিন্তু, এক বছরেরও

এরপর ৩ পাতায়

নাম 'পাস করানোর' হুমকি দিচ্ছেন তৃণমূল নেতা, সুর মেলাচ্ছেন ERO

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সুপ্রিম-নির্দেশের পরেও মাইক্রো অবজার্ভারদের হুমকি। ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের শেষবেলায় প্রশ্নের মুখে ভাঙড়। শুনানি কেন্দ্রে ঢুকে জেলার এক গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে উঠল হুমকির অভিযোগ। বিডিও অফিসে ডেকে হুমকি দেওয়া হয়েছে, বলে অভিযোগ জানালেন মাইক্রো অবজার্ভাররা।

মাইক্রো অবজার্ভারদের হুমকি দিয়ে শাহজাহান বলেছেন, "এত চেকিং কীসের? পাস করিয়ে দিন।" আর তা না হলে পড়তে হবে ক্ষতির মুখে। একা শাহজাহান নন, তাঁর সুরে সুর মিলিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। বারুইপুরের এসডিও হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজেও একই ধরনের বার্তা দিয়েছেন। লিখেছেন এলডি কেস নিয়ে বেশি নজরদারি না করে পাস করিয়ে দেওয়া উচিত। হুমকি দিতে বাদ যাননি ভাঙড়ের বিডিও। বৈঠক ডেকে হুমকি দিচ্ছেন মাইক্রো অবজার্ভারদের। এরপরেই নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ জানান মাইক্রো অবজার্ভাররা।এবার এই ঘটনার পরেই বড় পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। মাইক্রো অবজার্ভারদের বিডিও অফিস থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ কমিশনের। পাশাপাশি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা নির্বাচনী আধিকারিককেও কাঠগড়ায় তুলল জাতীয় নির্বাচন

এরপর ৪ পাতায়

প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত, দিল্লি পাঠিয়ে সিলমোহর চাইছে বঙ্গ-বিজেপি, গৃহযুদ্ধ অব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে সব দল ঘর গোছাতে ব্যস্ত। আর বঙ্গ-বিজেপিতে এখন কারা টিকিট পাবেন তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তালিকা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। একঝাঁক বিধায়ক এবারের বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পাবেন না বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই নাম বাদের তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে।এছাড়া রাজ্য নেতৃত্ব চাইছে একবার তাদের প্রার্থী তালিকায় দিল্লি সিলমোহর দিয়ে দিলে আদি নেতারা যা পাঠাচ্ছেন তাতে লাভ হবে না। আর আদি নেতারা চাইছেন রাজ্য নেতৃত্বের তালিকা ভেস্তে দিতে। একুশের নির্বাচনে টিকিট বিলির প্রক্রিয়ায় সেভাবে নাক গলাননি আদি নেতারা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যাকে যেখানে প্রার্থী করেছে, তাই মেনে নিয়েছিলেন। এবার তা মানতে নারাজ আদিরা। তাই এই বিকল্প প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এই গৃহযুদ্ধের বিষয়টি আঁচ করে প্রার্থী বাছাইয়ে একাধিক কৌশল নিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। একাধিক সংস্থাকে দিয়ে তারা সমীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট হাতে নিয়েছে। সেই মতো পৃথক পৃথক তালিকাও তৈরি করছেন তাঁরা বলে সূত্রের খবর।তবে তা প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়নি। কারণ এই তথ্য যদি বাইরে বেরিয়ে আসে তাতে ব্যাপক গোষ্ঠীকোন্দল দেখা দেবে। এমনকী তাঁরা আর নির্বাচনের কাজ করবেন না। আর তাঁরা বসে গেলে সংগঠন আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। এবার যাঁরা টিকিট পাবেন সেই নামের তালিকা দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে সেখান থেকে সিলমোহর নিয়ে আসতে চাইছে।

এদিকে বঙ্গ-বিজেপির রাজ্য শীর্ষ নেতাদের প্রার্থী তালিকা তৈরির বিষয়টি জানতে পেরে গিয়েছেন জেলার নেতারা। তাই এই বঞ্চনা আর তাচ্ছিল্যের জবাব দিতে জেলায় জেলায় জোট বাঁধছেন দলের আদি নেতা-কর্মীরা। যাঁরা মূলত দলবদলু নব্যদের প্রার্থী করার তালিকা তৈরি করেছেন, এবার ওই তালিকার বিরুদ্ধে পাল্টা আপত্তি তুলে আরও একটি তালিকা তৈরি করছেন আদি নেতারা। তাই প্রত্যেকটি জেলায় পৃথকভাবে ওইসব প্রস্তাবিত নব্য প্রার্থীদের তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছেন আদি নেতারা। সেগুলি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে তুলে দিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নব্যদের ছেঁটে ফেলতে এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আর আদি নেতা-নেত্রীদের এমন নজিরবিহীন পদক্ষেপে স্নায়ুর চাপ বাড়ছে রাজ্য নেতৃত্বের।

অন্যদিকে বাংলায় বিজেপির দুর্দিনে যাঁরা মাঠে পড়ে সংগঠন গড়েছিলেন, সুদিন দেখা দিতেই তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। উজ্জ্বল উদাহরণ স্বয়ং দিলীপ ঘোষ। উল্টে দলের ভিতরে দাপট দেখাচ্ছে জার্সি বদল করা নেতারা। এটা মেনে নিতে না পেরেই এবার আদি নেতারা একটি প্রার্থী তালিকা তৈরি করেছেন। সেটাও দিল্লি পাঠাচ্ছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে গৃহযুদ্ধ বেঁধে গিয়েছে বঙ্গ-বিজেপির অন্দরে। একুশের নির্বাচনে আদি নেতাদের বঞ্চিত করে টিকিট দেওয়া হয়েছিল নব্যদের বলেও ওই চিঠিতে লেখা হয়েছে। একই ভুল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর যাতে না করে তার জন্য আগেভাগেই এই বিকল্প প্রার্থী তালিকা নয়াদিল্লি পাঠানো হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। সতর্ক করে এই চিঠি যাচ্ছে।

(২ পাতার পর)

সেবা তীর্থে প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত প্রথম সিদ্ধান্ত সেবা করার মানসিকতার প্রতিফলন, যা সমাজের প্রত্যেক মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে

বেশি সময় আগে সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এখন ২০২৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে নতুন একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছেন। এই সময়কালের মধ্যে ৬ কোটি লাখপতি দিদি করতে হবে। অর্থাৎ, লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণ করা হয়েছে।

৩) কৃষকদের জন্য বিশেষ প্রকল্প : কৃষিক্ষেত্রের পরিকাঠামো সংক্রান্ত তহবিলের থেকে ঋণ প্রদানের পরিমাণ দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে

দেশের কৃষিক্ষেত্রের মূল্যশৃঙ্খলকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে প্রধানমন্ত্রী কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের থেকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণ করার ঘোষণা করেছেন। বর্তমানে ১ লক্ষ কোটি টাকার পরিবর্তে ২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হবে।

৪) ১০ হাজার কোটি টাকা তহবিলের স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া ফান্ডের জন্য ফান্ডস ২.০ : উদ্ভাবনের নতুন জোয়ার

ভারতে উদ্ভাবন ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করে তুলতে প্রধানমন্ত্রী স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া ফান্ডের জন্য ফান্ডস ২.০-এর তহবিল ১০ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন। এর ফলে, ডিপ টেক, বিভিন্ন ধারণাকে বাস্তবায়িত করা, উন্নত প্রযুক্তি এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চারিত হবে।

সম্পাদকীয়

রাজ্যে শেষ SIR শুনানি প্রক্রিয়া ! নথি যাচাই হল ১ কোটি ২৩ লক্ষ ভোটারের

সময়সীমার আগেই রাজ্যে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত শুনানি প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। সব জেলার জেলাশাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট পৌঁছে গিয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিপুল সংখ্যক ভোটারের নথি ইতিমধ্যেই যাচাই করা হয়েছে। সূত্রের খবর, মোট ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৩৫ জন ভোটারের ক্ষেত্রে শুনানির নোটিস জেনারেট করা হয়েছিল।দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, যাঁদের নাম বাতিল করা হয়েছে, তাঁদের কাছে পৃথকভাবে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। সেই চিঠিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকছে কেন তাঁদের নাম বাতিল করা হল বা কোন কারণে আবেদন খারিজ করা হয়েছে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষের দাবি, ভোটার তালিকা নির্ভুল ও স্বচ্ছ রাখতেই এই পদক্ষেপ। বৈধ নথির ভিত্তিতেই তালিকা চূড়ান্ত করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

এর মধ্যে ১ কোটি ২৩ লক্ষ ভোটারের নথি ইতিমধ্যেই যাচাই সম্পন্ন হয়েছে।

তবে প্রায় ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬৭৯ জন ভোটারের কাছে এখনও নোটিস পৌঁছানো যায়নি বলে জানা গিয়েছে। যাঁদের কাছে নোটিস পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের সবারই শুনানি প্রক্রিয়া শেষ করা হয়েছে।

সব জেলার জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারদের কাছ থেকে চূড়ান্ত রিপোর্ট মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে জমা পড়েছে। কমিশন সূত্রে দাবি, নির্ধারিত সময়সীমার আগেই শুনানি শেষ হওয়ায় প্রক্রিয়া আরও গতিশীল হয়েছে এবং ভোটার তালিকা তৈরির কাজ নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এসআইআর শুনানি প্রক্রিয়ায় বহু আবেদনকারীর নথি খতিয়ে দেখা হয়েছে। তবে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার ক্ষেত্রে কোনও বৈধ নথি পাওয়া যায়নি। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সতেরোতম পর্ব)

থেকে মা বড়ো দয়াল। মা-কে তোমরা বোঝনি। মায়ের কৃপা লক্ষগুণ বড়ো।'তাই মায়ের বিকল্প আর কোনো বড় শক্তি হতে পারে না এ যুগেও।মায়ের অন্তর শক্তির ঊর্ধ্বে আজও আমরা যেতে পারিনি কেউ, মায়ের চেতনার সেইরূপ। রামচন্দ্র প্রশ্ন করেন-'কেগো তুমি'; বালিকার উত্তর: এই আমি তোমার কাছে এলুম। যারা পূর্ব পূর্ব অবতারদের লীলা সঙ্গিনী রূপে এসেছিলেন, যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি তাহলে অধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের জন্যে তাদের অবদানের স্বল্পতা দেখে বিস্মিত হই। কিন্তু শ্রীশ্রী মা যে ভাবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

নাম 'পাস করানোর' হুমকি দিচ্ছেন তৃণমূল নেতা, সুর মেলাচ্ছেন ERO

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে ইআরও বা এইআরও-রা মাইক্রো অবজার্ভারদের বিডিও অফিসে ডেকে হুমকি দিচ্ছেন? ঘটনার সূত্রপাত ভাঙড়ের তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান শাহজাহান মোল্লার হাত ধরে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ মাইক্রো অবজার্ভারদের হুমকি-হুঁশিয়ারি দেওয়ার। বাংলার এসআইআর-এর কাজ একেবারেই শেষের দিকে। দু'একটি জেলাতে এখনও শুনানি চলছে। বাকি জায়গায় শুনানিতে জমা পড়া নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, ভাঙড়ে সেই কাজেই বাধা দেওয়া হচ্ছে। বাধা দিচ্ছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান। তাতে আবার মদত জোগাচ্ছেন ইআরও নিজেও। মাইক্রো অবজার্ভারদের দাবি, ইআরও-দের শুনানির পরেও অনেক ভোটারের নথিতে অসঙ্গতি ছিল। সেগুলি যাচাই করেই তাঁরা নিজেদের মতো মতামত জমা করেছেন। তাতেই নাকি অসন্তুষ্ট হয়েছেন শাহজাহান এবং সংশ্লিষ্ট ইআরও। তাঁদের সাফ দাবি, যাচাই না করেই পাস করাতে হবে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

চারজন ডাকিনীর উল্লেখ করেছেন বিনয়তোষঃ ডাকিনী (নীলবর্ণা), লামা (হরিদ্বর্ণা), খণ্ড রোহা (রক্তবর্ণা), রূপিণী (শুভ্রবর্ণা)। "সকলেই দেখিতে একই প্রকারের ভীষণদর্শনা এবং ইঁহারা আলীঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কিশোরীদের শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সরকারের বহুমুখী উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

সরকার দেশের কিশোরীদের শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এর জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিশুদের মধ্যে লিঙ্গের অনুপাত যথাযথ রাখতে ২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' কর্মসূচির সূচনা করা হয়। শিশুকন্যাদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন ঘটাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রভাবিত করার জন্য এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়। দেশের গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট মেয়ে এবং মহিলাদের জীবনযাত্রা সহজ করার জন্য স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় ১১ কোটি ৮০ লক্ষ শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার মাধ্যমে শিশুকন্যাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের বিষয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এছাড়াও, ২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনে বিদ্যালয় স্তরে সমগ্র শিক্ষা অভিযানকে কার্যকর করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় প্রকল্পের সাহায্যে ১০-১৮ বছর বয়সী তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়েদের বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 'মিশন সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি' এবং 'পোষণ ২.০' প্রকল্পের আওতায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সকল রাজ্যের ১৪-১৮ বছর বয়সী নাবালিকাদের জন্য 'স্কিম ফর অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস'-এর সূচনা করা হয়েছে ২০২২ সালের ১ এপ্রিল। 'বিজ্ঞান জ্যোতি কর্মসূচি'র আওতায় প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান ও গণিত শাখায় একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রীদের পড়াশোনায় সহায়তা করা হয়। 'প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা'র আওতায় মহিলাদের কারিগরি শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা – ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা করা হয়।

মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, ২০১৭ অনুসারে প্রথম দুটি সন্তানের জন্মের পর ১২ সপ্তাহের পরিবর্তে ২৬ সপ্তাহ সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনায় ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৭৩তম ধারায় সংশোধন করা হয়। ২০২৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লোকসভা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লি সহ দেশের প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভায় মহিলাদের আসন সংরক্ষণের জন্য নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের সূত্র অনুসারে, ২০১৪-১৫ সময়কালে দেশে কন্যাসন্তানের জন্মের হার ছিল প্রতি হাজার পিছু ৯১৮। ২০২৪-২৫ সময়কালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯২৯-এ পৌঁছায়। PC&PNDT আইন অনুসারে দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কন্যাভ্রূণকে রক্ষা করার জন্য জন্মের আগে লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে - https://mohfw.gov.in/?q=en/publications-12 -এ ক্লিক করুন।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এ তথ্য জানিয়েছেন নারী ও শিশুবিকাশ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী ঠাকুর।

সর্বভারতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করে ব্রহ্ম কুমারীদের 'ক্ষমতাশালী ভারতের জন্য কর্মযোগ' শীর্ষক দেশব্যাপী প্রচারাভিযানের সূচনা করলেন রাষ্ট্রপতি

নতুন দিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ (১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬) নতুন দিল্লিতে ব্রহ্মকুমারীদের একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করে দেশজুড়ে 'ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভারতের জন্য কর্মযোগ' অভিযানের সূচনা করেছেন। তিনি গুরুগ্রামের ওম শান্তি রিট্রিট সেন্টারের রজতজয়ন্তী বর্ষপূর্তি উদযাপনেরও সূচনা করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারসাম্যপূর্ণ ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বস্তুগত অগ্রগতির মেলবন্ধন একান্ত আবশ্যক। অর্থনৈতিক অগ্রগতি সমৃদ্ধি বাড়ায়, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি উদ্ভাবন, দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে। এগুলো এক সমৃদ্ধ জাতির ভিত্তি স্থাপন করে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যদি নীতিবোধশূন্য হয়, তবে সমাজে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে। অনৈতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পদকে কেন্দ্রীভূত করে, পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে এবং সমাজের দুর্বলতর অংশের শোষণের পথ প্রশস্ত করে। নীতিগত মূল্যবোধ ছাড়া প্রযুক্তির ব্যবহার মানবতার জন্য ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আধ্যাত্মিকতা আমাদের মৌলিক মূল্যবোধ এবং এমন এক নৈতিক কাঠামো প্রদান করে যা আমাদের কর্মযোগ বা নিঃস্বার্থ সেবায় অনুপ্রাণিত করে। আধ্যাত্মিকতা সততা, করুণা, অহিংসা এবং সেবার মতো গুণাবলীর উপরও জোর দেয়। শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের জন্য এই নীতিগুলি অপরিহার্য। যখন আমাদের চিন্তাভাবনা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, তখন আমরা স্বার্থকে অতিক্রম করে সকলের কল্যাণ নিয়ে ভাবি। আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করে দেশের নেতৃত্ব ন্যায়সঙ্গত ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কোনও একটি শ্রেণীর স্বার্থে নয়, বরং সকল নাগরিকের স্বার্থে। যখন সরকারি পদক্ষেপ ন্যায়সঙ্গত হয়, তখন তা সমাজে আস্থা ও স্থিতিশীলতা আনে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় রাজযোগ শেখায়। এটি কেবল এক জায়গায় বসে আত্মচিন্তা করার বিষয় নয়। কর্মযোগ এর একটি মৌলিক অংশ। কর্মযোগ হল উচ্চ আধ্যাত্মিক নীতি অনুসরণ করে আমাদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। ব্রহ্মকুমারীদের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়মিত কর্মযোগ অনুশীলন করে অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করছেন। কর্মযোগের মাধ্যমে, এই দেশের প্রতিটি নাগরিক ভারতের সুস্থিত এবং সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এটি কেবল ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতেই সহায়ক হবে না, বরং আমাদের এমন এক সমাজ তৈরি করতে সহায়তা করবে, যা সমগ্র বিশ্বের সামনে মূল্যবোধ-ভিত্তিক জীবনের এক মডেল হয়ে উঠবে।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

২১০ আসনেই এগিয়ে প্রয়াত খালেদা জিয়ার দল, বড় জয়ের পথে BNP

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশে বড়সড় জয়ের পথে BNP (বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি)। ভোটগণনায় জামাত-ই-ইসলামিকে বহু পিছনে ফেলল BNP জোট। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২৯৯ আসনের মধ্যে ২১০টিতে এগিয়ে প্রয়াত খালেদা জিয়ার দল। বাংলাদেশে দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার পথে BNP। অন্যদিকে, ৭০টি আসনে এগিয়ে জামাত জোট।২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গণবিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে বাংলাদেশে। পতন হয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগ সরকারের। তার পর ৮ অগাস্ট। মুহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। দেড় বছর

পর এই অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার টানা ১৫ বছরের শাসনের অবসানের প্রায় ১৮ মাস পর নির্বাচন। তবে এবার আওয়ামি লিগকে ছাড়াই ভোট হল বাংলাদেশে। কারণ, দেশে হাসিনার দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। শেখ হাসিনার টানা ১৫ বছর শাসন শেষের প্রায় দেড় বছর পর কুর্সির পথে BNP। এদিকে খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান ঢাকা-১৭ এবং বগুড়া-৬, ২টি আসনেই বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। জামাতের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়েও দাগ কাটতে পারেনি ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি বা NCP। কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, BNP ইতিমধ্যেই দেড়শোর বেশি আসনে জয়ী হয়েছে।

বিএনপি ভোটে জিতলে বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন খালেদা-পুত্র তারেক রহমান, আগেই দলের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল। শুক্রবার সাতসকালেই বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদি আমিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, "আমরা দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন জিতে সরকার গঠনের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। " এদিকে ১৭ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্ব-নির্বাসিত থাকার পর গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরে আসা দলীয় চেয়ারম্যান রহমান দলীয় নেতা-কর্মীদের বিজয় সমাবেশের পরিবর্তে দুপুরের 'জুমার' নমাজের পর সারা দেশে বিশেষ প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে বাংলাদেশে কত ভোট পড়ল তা এখনও নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেনি। ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি নিয়ে কারচুপির অভিযোগও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এই প্রথমবার। মোট আসন ৩০০। তবে এক প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হয়েছে ২৯৯টি আসনে। নির্বাচনে একাধিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও লড়াই ছিল মূলত খালেদা-পুত্র তারেক রহমানের BNP জোটের সঙ্গে জামাত-জোটের। ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২৯২টি আসনে লড়াই করে BNP। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার জুলাই সনদ নিয়েও হয় গণভোট। ফলে প্রত্যেক ভোটারকে দু'টো করে ভোট দিতে হয়।

হস্তশিল্প সামগ্রীর রপ্তানি বাড়াতে প্রকল্প

নতুন দিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

রাজস্থান সহ দেশের বিভিন্ন অংশে হস্তশিল্প সামগ্রীর উন্নয়ন ও বিক্রি বাড়াতে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন উন্নয়ন কমিশনার (হস্তশিল্প)-এর কার্যালয় দুটি প্রকল্প রূপায়িত করছে। এই প্রকল্প দুটি হল - জাতীয় হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্মসূচি (এনএইচডিপি) এবং সর্বাত্মক হস্তশিল্প ক্লাস্টার উন্নয়ন প্রকল্প (সিএইচসিডিএস)। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও হস্তশিল্পের রপ্তানি বাড়াতে সরকার বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা করছে।

এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলা, ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম, রোড শো প্রভৃতি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত কারিগর ও রপ্তানিকারকদের এই সব আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ কারিগর ও তাঁতশিল্পীদের সামগ্রীকে তুলে ধরতে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ই-কমার্স (https://www.indiahandmade.com) উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়া হ্যান্ডমেড নামে পরিচিত এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কারিগর ও তাঁতশিল্পীদের তাঁদের সৃষ্টিসম্ভার সরাসরি বিক্রির সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি গুরু শিক্ষা হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (জিএসএইচইপি) সর্বাত্মক দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি (সিএসইউপি) এবং ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ-এর মতো বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এক থেকে ছয় মাসের এই সব প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রতিটি ব্যাচে ২০ থেকে ৩০ জন কারিগর অংশ নিয়ে থাকেন।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী পবিত্র মার্গেরিটা।

সিনেমার খবর

শুধু অভিনয়ে নয় ঐশ্বরিয়ার গানেও বাকরুদ্ধ শ্রোতারা, ভাইরাল ভিডিও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

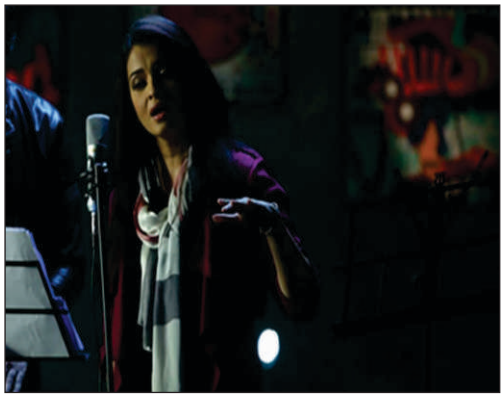

বলিউডের অভিনেত্রী ও সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন দীর্ঘদিন ধরেই সিনেমা থেকে দূরে আছেন। তবু প্রতিনিয়ত খবরের শিরোনামে অভিনেত্রী। সম্প্রতি ঐশ্বরিয়ার একটি পুরোনো ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। যেখানে ফারুখ শেখের শো 'জিনা ইসি কা নাম হ্যায়'-এ অংশ নিয়েছিলেন তিনি। তবে সবাই ঐশ্বরিয়াকে এক দুর্দান্ত অভিনেত্রী হিসেবে চিনলেও, খুব কম সিনেমাপ্রেমী দর্শকই জানেন যে, অভিনেত্রী একজন দারুণ গায়িকাও। সাবেক এ বিশ্বসুন্দরী গানও জানেন।

ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও চন্দ্রচূড় সিং 'জোশ' সিনেমা একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে চন্দ্রচূড়কে ফারুখ অনুরোধ করেন 'জোশ'-এর সেট থেকে কোনো একটি মজার ঘটনা শেয়ার করতে। অভিনেতা সেখানেই ফাঁস করে দেন, ঐশ্বরিয়া খুব ভালো গান করেন।

চন্দ্রচূড় বলেন, ঐশ্বরিয়া একজন খুব ভালো গায়িকা এবং অনেকেই হয়তো এ কথা জানেন না।

ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন অবশ্য নিজেকে ভালো গায়িকা হিসেবে পরিচয় দিতে নারাজ। পাল্টা অভিনেত্রী বলেন, চন্দ্রচূড় সিংও খুব ভালো গায়ক। এর পরেই ফারুখ একসঙ্গে গান গাইতে বলেন ঐশ্বরিয়া ও চন্দ্রচূড়কে।

অনেক বোঝানোর পর ঐশ্বরিয়া রাজি হন এবং 'মেরি সানসোঁ মে বাসা হ্যায় তেরা হি এক নাম' গানটি গান। অভিনেত্রী যখন গান গাওয়া শুরু করেন, তখন সেট একেবারে নিস্তব্ধ। সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনেন গানটি। পরে চন্দ্রচূড়ও ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে গান গেয়ে সবাইকে অবাক করেন।

প্রসঙ্গত, 'জোশ' সিনেমাটি পরিচালনা করেছিলেন মনসুর খান। ২০০০ সালে মুক্তি পায় এ সিনেমাটি। যেখানে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও চন্দ্রচূড় সিং ছাড়াও অভিনয় করেছিলেন বলি বাদশাহ শাহরুখ খান। যিনি ঐশ্বরিয়ার ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অন্যদিকে চন্দ্রচূড় সিং ওই সিনেমায় ঐশ্বরিয়ার প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

পরিচালক রোহিত শেঠিকে হত্যা করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য, কষা হয়েছিল ছক, জানাল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড পরিচালক রোহিত শেঠির বাড়ির সামনে গুলি চালানোর ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হলেন— আদিত্য জ্ঞানেশ্বর গায়কী, আনন্দ মারোতে, সিদ্ধার্থ দীপক যেনপুরে, সমর্থ শিবশরণ পোমাজি ও স্বপ্নীল সকতকে। ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে অভিযুক্তদের থানায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

পুলিশ জানিয়েছে, রোহিত শেঠিকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্য নিয়েই গুলি চালানো হয়েছিল। তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন ধৃত অভিযুক্ত সমর্থ শিবসরণ এবং অভিযুক্ত শুভম লোঙ্কার, যাকে পুলিশ বহুদিন ধরেই খুঁজছিল। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বলিউড পরিচালকের বাড়ির সামনে নাকি গুলি চালিয়েছিলেন তারা। রোহিতকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ করেছিলেন তার নিরাপত্তারক্ষীরাও।

শুভম লোঙ্কারের নির্দেশে হত্যার ছক কষা হয়েছিল। ফোনে তিনি নির্দেশ দিচ্ছিলেন। একটি স্কুটারে করে রোহিতের বাড়ির সামনে পৌঁছেছিলেন অভিযুক্তরা। প্রধান বন্দুকবাজকে সহযোগিতা করছিলেন সমর্থ। রোহিতের বাড়ির সামনে পৌঁছানোর আগে তারা পৌঁছেছিলেন অন্য একটি জায়গায়। সেখানেই স্কুটারটি নিয়ে এসেছিলেন আরেক অভিযুক্ত। এ ঘটনার সঙ্গেও লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের যোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বলিউডের তারকাদের সঙ্গে এমন ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগে সালমান খানকে বারবার হুমকি দিয়েছে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দল। তার বাড়ির সামনেও গুলি চলেছিল। সঞ্চালক-অভিনেতা কপিল শর্মার রেস্তোরাঁর সামনে ও অভিনেত্রী দিশা পাটানির বাড়ির সামনেও গুলি চলেছিল।

এর আগে ২০২৪ সালে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল বাবা সিদ্দিকীকে। তাই রোহিত শেঠির বাড়ির সামনে গুলিবর্ষণের ঘটনার খবর ছড়াতেই এবারও প্রাথমিক সন্দেহের তীর ছিল লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দলের দিকেই। পরে সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে বলা হয়েছে— এটা তো একটা ঝলক ছিল। ও আমাদের কথা না শুনলে পরের গুলিটা ওর বাড়ির বাইরে নয়, শোবারঘরে চলবে, আর ওর বুকে গিয়ে বিঁধবে। গোটা বলিউডকে এটা আমাদের হুঁশিয়ারি। নিজেদের পথ ঠিক কর, না হলে তোমাদের অবস্থা বাবা সিদ্দিকীর চেয়েও খারাপ হবে। আমাদের শত্রুদের বলছি— প্রস্তুত হয়ে যাও আর অপেক্ষা কর। একটাই দল ছিল, আছে আর থাকবে— লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দল।

মধ্যরাতে অমিতাভ বচ্চনের রহস্যময় পোস্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের কিংবদন্তী অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন মধ্যরাতে করা এক রহস্যময় পোস্টে জীবন, সংগ্রাম ও নীরবতার শক্তি নিয়ে নিজের ভাবনা তুলে ধরেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিত সক্রিয় এই তারকা ব্যক্তিগত অনুভূতি ও দর্শনভিত্তিক লেখা শেয়ার করে থাকেন।

সাম্প্রতিক পোস্টে অমিতাভ তার প্রয়াত বাবা, প্রখ্যাত কবি হরিবংশ রাই বচ্চনের কথা স্মরণ করেন। বাবার সঙ্গে কথোপকথনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি লেখেন, জীবন মূলত সংগ্রামে ভরা। তার ভাষায়, "আমার বাবা বলতেন, জীবন হলো সংগ্রামে পরিপূর্ণ। জীবন থাকলে সংগ্রামও থাকবেই।" তিনি উল্লেখ করেন, তার বাবাও দীর্ঘ সময় ধরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে পথ চলেছেন।

পোস্টে এলাহাবাদের কবি ফিরাক গোরখপুরীর কথাও উল্লেখ করেন অমিতাভ। জানান, ফিরাক ছিলেন তার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার কবিতায় সামাজিক কাঠামো ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে মানবিক চেতনার প্রকাশ ছিল, যা হরিবংশ রাই বচ্চনের ভাবনার সঙ্গে মিল খুঁজে পায়।

মঙ্গলবার ভোর প্রায় ৪টার দিকে করা ওই পোস্টে রাতের নীরবতা নিয়েও নিজের অনুভূতি জানান এই অভিনেতা। তিনি লেখেন, রাতের শান্ত পরিবেশে চিন্তার শক্তি আরও গভীরভাবে কাজ করে। দিনের ব্যস্ততার তুলনায় নীরবতার প্রভাব বেশি, যা প্রশান্তির সতেজ অনুভূতি এনে দেয় — তবে সামাজিক মাধ্যমের বিভ্রান্তিতে না জড়ালে।

একই সঙ্গে পৃথিবী ও মানুষের ভূমিকা নিয়েও মন্তব্য করেন অমিতাভ। তার মতে, "আমরা এক অসাধারণ পৃথিবীতে বাস করি, যেখানে ৮.২ বিলিয়ন মানুষের বিকল্প পেশা যেন সাংবাদিকতা, যোগাযোগ স্থাপন, মতামত তৈরি ও তথ্য আদান-প্রদান।"

অস্ট্রেলিয়াকে গুঁড়িয়ে জিম্বাবুয়ের ঐতিহাসিক জয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গ্রুপ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে ২৩ রানে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে জিম্বাবুয়ে। টসে জিতে আগে ব্যাট করতে পাঠানো জিম্বাবুয়ে ২০ ওভারে ২ উইকেটে তোলে ১৬৯ রান। জবাবে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে অস্ট্রেলিয়া গুটিয়ে যায় ১৪৬ রানে (১৯.৩ ওভার)।

ওপেনিং জুটিতে ৬১ রানের ভিত গড়েন ব্রায়ান বেনেট ও তাদিওয়ানাশে মারুমানি। মারুমানি ২১ বলে ৩৫ রান করে বিদায় নিলেও ইনিংস ধরে রাখেন বেনেট। রায়ান বার্লের ৩০ বলে ৩৫ রানের ইনিংস দলকে বড় সংগ্রহের পথে রাখে।

বেনেট ৫৬ বলে ৬৪ রানে অপরাজিত থেকে ইনিংসের স্তম্ভ হয়ে থাকেন। শেষ দিকে অধিনায়ক সিকান্দার রাজা ১৩ বলে ঝোড়ো ২৫ রান যোগ করে দলকে ১৬৯ রানের লড়াকু পুঁজিতে পৌঁছে দেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে মার্কাস স্টয়নিস ও ক্যামেরন গ্রিন নেন একটি করে উইকেট।

১৪৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই চার ওভারে চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে অজিরা। জশ ইংলিস, ক্যামেরন গ্রিন ও টিম ডেভিড দ্রুত ফিরলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় জিম্বাবুয়ের হাতে।

২৯ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৩২ বলে ৩১) ও ম্যাট রেনশ হাল ধরেন। রেনশ ৪৪ বলে ৬৫ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেও শেষের আগের ওভারে তার বিদায়ে ভেঙে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার আশা। শেষ পর্যন্ত ১৪৬ রানে অলআউট হয় তারা।

ব্লেসিং মুজারাবানি দুর্দান্ত বোলিংয়ে ৪ উইকেট নিয়ে দেন মাত্র ১৭ রান। ব্র্যাড ইভানস নেন ৩ উইকেট। এছাড়া ওয়েলিংটন মাসাকাদজা ও রায়ান বার্ল একটি করে উইকেট তুলে নেন।

এই জয়ে টুর্নামেন্টে বড় বার্তা দিল জিম্বাবুয়ে শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষেও তারা লড়াই করতে প্রস্তুত।

টি-টোয়েন্টিতে উমর গুলের পাশে নওয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন এক মাইলফলক স্পর্শ করেছেন মোহাম্মদ নওয়াজ। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে পাঁচ উইকেট নিয়ে তিনি দেশটির সাবেক পেসার উমর গুলের দীর্ঘদিনের রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন।

লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে নওয়াজের দুর্দান্ত বোলিংয়ে রেকর্ড ১১১ রানের ব্যবধানে জয় পায় পাকিস্তান। চার ওভারে মাত্র ১৮ রান খরচ করে ৫ উইকেট শিকার করেন এই অলরাউন্ডার। এটি ছিল তার টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় পাঁচ উইকেট শিকার। এর আগে গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত একটি ত্রিদেশীয় সিরিজে প্রথমবার পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন নওয়াজ।

এই পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের হয়ে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ দুইবার করে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কীর্তিতে এখন যৌথভাবে শীর্ষে আছেন উমর গুল ও মোহাম্মদ নওয়াজ।

এই তালিকায় এরপর রয়েছেন উদীয়মান স্পিনার সুফিয়ান মুকিম, পেসার হাসান আলী এবং অবসরপ্রাপ্ত অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিম। তাদের প্রত্যেকের নামের পাশে রয়েছে একবার করে পাঁচ উইকেট শিকারের কীর্তি।

তবে একটি দিক থেকে এখনও এগিয়ে আছেন উমর গুল। তিনি মাত্র ৬০ ইনিংসেই দুইবার পাঁচ উইকেট নিতে পেরেছিলেন, যেখানে একই কীর্তি গড়তে নওয়াজকে খেলতে হয়েছে ৮৬ ইনিংস। অর্থাৎ, গুলের তুলনায় নওয়াজের লেগেছে ২৬ ইনিংস বেশি।

ভারতের বাজারকে 'না',পাকিস্তানের ধাক্কা নাকি কৌশলী সিদ্ধান্ত?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) সম্প্রচার আপাতত বন্ধ থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে টুর্নামেন্টটির কদর বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। একাদশ আসরের মিডিয়া স্বত্ব আগের মৌসুমের তুলনায় প্রায় দেড় গুণ বেশি দামে বিক্রি করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

আগামী ২৬ মার্চ শুরু হয়ে ৩ মে পর্যন্ত চলবে পিএসএলের এবারের আসর। এই প্রথমবারের মতো সরাসরি নিলামের মাধ্যমে দল গঠন করবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো, যার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ১১ ফেব্রুয়ারি।

ভারত বাদ দিয়ে এক বছরের জন্য পিএসএলের বৈশ্বিক মিডিয়া স্বত্ব পেয়েছে ওয়ালি টেকনোলজি। পিসিবির নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের চেয়েও বেশি দর হাঁকিয়ে স্বত্বটি নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানটি। যদিও মোট আর্থিক অঙ্ক প্রকাশ করা হয়নি, গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী আগের মৌসুমের তুলনায় এবারের চুক্তির মূল্য বেড়েছে প্রায় ১৪৯ শতাংশ।

রেকর্ড দামে মিডিয়া স্বত্ব বিক্রি হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন পিএসএলের প্রধান নির্বাহী সালমান নাসির। তিনি বলেন, এই চুক্তি পিএসএলের ব্র্যান্ড ভ্যালু, প্রতিযোগিতার মান এবং বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহ বৃদ্ধির স্পষ্ট প্রমাণ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR